

একুশে ফেব্রুয়ারি *

ডঃ আনিসুজ্জামান



এই ৫৩ বছর পরও একুশে ফেব্রুয়ারির ডাকে চঞ্চল হয় বাংলাদেশের মানুষ- গ্রামে-গঞ্জে বন্দরে-শহরে রাস্তায় ঢল নামে মানুষের। শহীদ-মিনার তাদের গন্তব্য- ভাষার জন্যে অকাতরে যারা প্রাণ দিয়েছে জানা-অজানা সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো তাদের লক্ষ্য। পুষ্প-গীতে প্রকাশ পায় আবেগ, চলনে-বলনে গৌরববোধ।

এর সবটাই আন্তরিক- এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই।

কিন্তু একুশের চেতনা আজো কতখানি ধারণ করে আছি আমরা- দিনটি এ-প্রশ্নেরও মুখোমুখি করে দেয় আমাদের। একুশে ফেব্রুয়ারির- আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের- কয়েকটি মূলমন্ত্র ছিল। প্রথমত, গণতান্ত্রিক বোধ। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি হয়েও বাংলাকে আমরা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইনি। আমাদের দাবি ছিল, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে। কোনো ভাষার প্রতি বৈরিতা ছিল না। সকল ভাষাকে মর্যাদাদানের নীতি আমরা মানতাম।

দ্বিতীয়ত, একুশের মূলে কার্যকর ছিল অসাম্প্রদায়িক বোধ। উর্দু মুসলমানের ভাষা, বাংলা অমুসলমানের ভাষা- এমন কথা আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের মাতৃভাষা বাংলা- একথা আমরা বলেছি গর্ব করে। সকল বাঙালির সাংস্কৃতিক কৃতিকে দাবি করেছি আপন বলে।

আমাদের আত্মপরিচয়ের যে-অভিজ্ঞান দিয়েছিল একুশ, সেই চিহ্ন ধরে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম একান্তরে। দেশের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে চরম আত্মত্যাগের শিক্ষা দিয়েছিল একুশ, তার চরম অভিব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে।

আমরা যখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলাম, আমরা জানতাম, তার মানে জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা।

এসব আদর্শ আজ কতটা সক্রিয় আমাদের জীবনে, আমাদের রাষ্ট্রে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের নীতিতে? এই প্রশ্নের যে-জবাব পাই, তাতে শ্লাঘা জাগে না, অবনত হয় মুখ।

আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে কাকে বলে গণতন্ত্র, কাকে বলে অসাম্প্রদায়িকতা, অন্যের ভাষা-সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়ে কেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেন মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

কবে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাবো, যখন একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হবে একদিন, কিন্তু তার চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে বছরের ৩৬৫ দিনে?

ডঃ আনিসুজ্জামান- অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধটি প্রথম আলোয় ২০ এ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত